নারী নির্যাতনের বিদ্যমান সংস্কৃতির রাশ টেনে ধরায় কোনো শিথিলতা গ্রহণযোগ্য নয়

নারী ও মানবাধিকার নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত জরিপ থেকে বিগত কয়েক বছরে দেশে ধর্ষণের ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির তথ্যমতে, ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে গৃহকর্মী নির্যাতন, ফতোয়া এবং অ্যাসিড সন্ত্রাস যথাক্রমে ৫৬ শতাংশ, ৪৩ শতাংশ ও ২২ শতাংশ কমলেও ১০৬৯ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের মতো বর্বরোচিত সহিংসতার শিকার হয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৩৫ শতাংশ বেশি। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রের জরিপ তথ্যও ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধির প্রমাণ দেয়। এদিকে বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ সালে ১৯৯ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হলেও ২০১৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫২১ জনে। সংস্থাগুলো জানিয়েছে, ২০১৫ সালে গণধর্ষণের ঘটনাও বেড়েছে ১৪ শতাংশ।

ব্র্যাকের উদ্যোগে ৫৫ জেলায় মাঠপর্যায়ে পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, কেবল ধর্ষণ নয় ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে সামগ্রিকভাবে নারী নির্যাতনের ঘটনাই বেড়েছে এবং এই বৃদ্ধির হার ৭৪ শতাংশ। বাংলাদেশ পুলিশের ওয়েবসাইটও নারী নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধির পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। পুলিশের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, ২০১০ সালে নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলা হয়েছিল যেখানে ১৭ হাজার ৭৫২টি, ২০১৫ সালে মামলার সংখ্যা দাঁড়ায় ২১ হাজার ২২০টি।

ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, সবিশেষ নারী নির্যাতন ঘটনার সংখ্যা ২০১৬ সালেও যে তার বৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে, পত্রপত্রিকায় তার দগদগে প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। এই অবস্থায় গত ২৯ মার্চ মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকেও নারী নির্যাতন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ ট্রাইব্যুনালে দ্রুততার সঙ্গে মামলা নিষ্পত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আইন ও বিচার বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ ছাড়াও, নারী ও শিশু নির্যাতনকারীদের আইনের আওতায় এনে যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করার কাজে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সহযোগিতা করার নির্দেশ দেয়া হয়।

কিন্তু বিদ্যমান অবস্থার সবিশেষ উন্নতি হয় নি, বরং পত্রপত্রিকাসূত্র পরিস্থিতির অবনতিরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। নিত্য নতুন উপায়ে নির্যাতনের ঘটনা তো অহরহ ঘটছেই, পাশাপাশি নারী নির্যাতন, বিশেষ করে ধর্ষণের শিকার ও তার পরিবারকে মামলা না করার হুমকি দেওয়া, মামলার পর ভিকটিম ও তার পরিবারের নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা, আসামি গ্রেফতার না হওয়া, পরীক্ষানিরীক্ষার রিপোর্টকে প্রভাবিত ও বিলম্বিত করা এবং রিপোর্ট আটকে দেওয়ার মতো ঘটনাও যথারীতি ঘটে চলেছে।

বলা হচ্ছে, দ্রুত পরিবর্তনশীলতার কারণে সমাজে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে, তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হবার কারণেই নারী নির্যাতনের ঘটনা বাড়ছে। কিন্তু ঘটনার নমুনা ও তার পরম্পরা বিশ্লেষণে দেখা যায়, রাজনৈতিক ও পেশিশক্তির প্রভাবই এক্ষেত্রে প্রধান নিয়ামকের ভূমিকা পালন করছে, যার মূলে রয়েছে সর্বব্যাপী বিরাজিত পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ।

আমরা চাই রাজনৈতিক পরিচয়কে অপরাধ সংঘটনের লাইসেন্স হিসেবে ব্যবহার বন্ধে রাজনৈতিক শক্তি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করুক; সবার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা হোক; সমাজ-রাজনীতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ ও চর্চা বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হোক। সেজন্য অবশ্য সবার আগে রাজনৈতিক নেতৃত্বকেই পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের সীমানাপ্রাচীর ডিঙিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নই সব নয়; একটি আধুনিক, মানবিক ও উন্নত রাষ্ট্র গঠন করতে হলে যেকোনো মূল্যে নারী নির্যাতনের বিদ্যমান সংস্কৃতির রাশ টেনে ধরতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের শিথিলতাই গ্রহণযোগ্য নয়।